দৈনিক খবর

তারিখ 12 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চাঁদপুর ওসমানিয়া মাদ্রাসা ঃ অধ্যক্ষের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত সংবাদের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে---

অধ্যক্ষে বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত'' শিরোনামে গত ২৪শে এপ্রিল দৈনিক খবরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করে গত ৪ঠা মে "সংবাদটি মিথ্যা- বলেন চাঁদপুর ওসমানিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ" শিরোনামে অধ্যক্ষ মাওঃ আঃ হাইয়ের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবাদে তিনি সংবাদটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও শত্রুতামূলক বলে উল্লেখ করেন।

'খবর'-এর চাঁদপুর জেলা প্রতিনিধি এ এ এম হেলাল উদ্দিন অধ্যক্ষের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন, প্রকাশিত প্রতিবেদনটি এক'শ ভাগ বস্তুনিষ্ঠ। মিথ্যা বলা মহাপাপ, অথচ একজন কামেল ডিগ্রীধারী আলেম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়েও নিজের সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপকর্মের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার হীন স্বার্থে মিথ্যার বেসাতী করতেও ওসমানিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওঃ আঃ হাই-এর বিবেকে বাঁধেনি। চাঁদপুরের জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব জুলফিকার রহমানের তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনটি রচিত হয়েছিল। জেলা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের তদন্তে যে সমস্ত অভিযোগ নিঃসন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে শুধু মাত্র তার একাংশেই খবরে প্রকাশিত হয়েছে। খবর প্রতিনিধির কোন ভাষ্য বা আলাদা অভিযোগ প্রতিবেদনে ছিল না। এরপরও অধ্যক্ষের অযৌক্তিক ও জঘন্য মিথ্যাচারে ভরপুর ভিত্তিহীন প্রতিবাদ শুধু হাস্যকরই নয়, দিবালোকের মত সত্য ও প্রমাণিত ঘটনাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপপ্রয়াস মাত্র।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, দুর্নীতি, জালিয়াতীর কথিত নায়ক বলে পরিচিত উক্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রকাশিত হলেই গতানুগতিক কায়দায় ভিত্তিহীন প্রতিবাদ করে প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা করা মাওঃ আব্দুল হাইয়ের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শুধু চাঁদপুরবাসীই নয়, ওসমানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্রদের নিকট চরম ধিকৃত মাও ঃ আঃ হাই একজন সাবেক মন্ত্রীর ছোট ভাইয়ের কথিত পরিচয়ে সীমাহীন জঘন্য অপরাধ করেও তা ধামাচাপা দিতে বার বার সচেষ্ট হচ্ছেন, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও অজ্ঞাত কারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। এ জন্য আইনের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলছে, যা সত্যিকার অর্থে দুঃখজনক।

গত ২৪শে এপ্রিল চাঁদপুর ওসমানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণ জেলা প্রশাসকের নিকট হাজির হয়ে লিখিতভাবে অধ্যক্ষ মাওঃ আব্দুল হাইয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি, জালিয়াতী, অপকর্ম ও স্বেচ্ছারিতার অভিযোগ এনে অবিলম্বে ওসমানিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ হতে মাওঃ আঃ হাইয়ের অপসারণ দাবী করেছেন। যার অনুলিপি শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পাঠনো হয়েছে। চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব আবুল কাশেম এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। শিক্ষক-কর্মচারীগণ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যে সমস্ত গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন, তার মধ্যে রয়েছে, অগ্রিম স্বাক্ষর নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্ত বেতন-ভাতা আত্মসাৎ, মাদ্রাসা পরীক্ষায় সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, জালিয়াতী, স্বেচ্ছাচারিতা, নিজের স্বার্থে খামখেয়ালীভাবে মাদ্রাসা পরিচালনা এবং অধ্যক্ষের অপকর্মের প্রতিবাদ করায় শিক্ষক, কর্মচারীদের হয়রানি, অশালীন ব্যবহার ও চাকুরীচ্যুতির হুমকি ইত্যাদি। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও গভর্নিং বডির সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাফাজ্জল হোসেন চুন্নু মিয়াসহ অপরাপর সদস্যরাও অভিযোগ করেছেন যে, অধ্যক্ষের সীমাহীন দুর্নীতি, জালিয়াতী ও অপকর্মের কারণে ঐতিহ্যবাহী পুরানবাজার ওসমানিয়া মাদ্রাসার ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিতসহ শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়েছে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি এখন ধ্বংসের মুখে। এসব কারণে চাঁদপুরের জেরা প্রশাসন ওসমানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের দু'মাসের সরকারী বেতন-ভাতা গত ঈদুল ফেতরের আগে (আরো আত্মসাতের আশংকায়) প্রদান স্থগিত রেখেছেন। এরপরও কি অধ্যক্ষ দাবী করবেন-- প্রকাশিত প্রতিবেদন মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও শত্রুতামূলক?

প্রতিবাদে অধ্যক্ষ আঃ হাই উল্লেখ করছেন, তিনি ১৯৮৫ সালে কামিল মান উন্নয়ন ১৪৪৬ রোলের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেননি। অথচ প্রকাশিত প্রতিবেদনের কোথাও ১৪৪৬নং রোলে তিনি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন বলে উল্লেখ নেই। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের নিম্নতম যোগ্যতা ১ম শ্রেণীতে কামিল পাশ। অথচ অধ্যক্ষ আঃ হাই কামিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ায় ১৭৬৪ রোলে নিজে হল সচিব হয়ে নিজ মাদ্রাসা কেন্দ্র হতে ভুয়া কামিল পরীক্ষায় অংশ নেন। এবং ৩০ জন ভুয়া কামিল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন, যা চাঁদপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট লিয়াকত আলীর তদন্তে সুস্পর্কভাবে প্রমাণিত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তদন্তের এ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান চাঁদপুরের জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরীত পত্রে (স্মারক নং ক ৯/৭৬/৩-তাং ২/১২/৮৫ইং) ওসমানিয়া মাদ্রাসার কেন্দ্র বাতিল ও আঃ হাইকে সচিব পদ হতে অপসারণ করেন। এছাড়া মাদ্রাসা অধ্যক্ষপদ হতে অবিলম্বে অপসারণের সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে বিশেষ মহলের চাপে তা কার্যকর না হওয়ায় অধ্যক্ষের দুর্নীতি ও অপকর্মের ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। অধ্যক্ষ প্রতিবাদে উল্লেখ করেন, এসব অভিযোগ ও বিষয়ের প্রতিবাদে তিনি সাব-জজ কোর্টে মামলা করেন এবং তার রায় তার পক্ষে রয়েছে। যা সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। চাঁদপুর জেলা ও দায়রা জজকোর্টের আপিল মামলার রায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে হওয়ায় তিনি একতরফাভাবে মূল মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এ ব্যাপারে কোর্টের রায় এ প্রতিনিধির নিকট রয়েছে।

১৯৮৮ সনের মাদ্রাসা পরীক্ষায় অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রের বাইরে পরীক্ষা দেয়াসহ সীমাহীন দুর্নীতির ঘটনা জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে চরম অনিয়ম, নিজের অবৈধ নিয়োগসহ ভুয়া শিক্ষকদের নামে বেতন ভাতা আত্মসাতের অভিযোগও নিঃসন্দেহাতীতভাবে কাগজপত্রে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব এ সম্বন্ধে অধ্যক্ষের প্রতিবাদ অবান্তর মাত্র। এ ছাড়া জেলা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের বিপরীতে অধ্যক্ষ বলেছেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জুলফিকার রহমান নোটিশ দিয়ে মাদ্রাসা চলাকালীন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে মাদ্রাসায় তদন্ত করেননি। অধ্যক্ষের এ দাবী শুধু হাস্যকরই নয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অবান্তর ও জঘন্য মিথ্যা। তদন্তকারী অফিসার এ ব্যাপারে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন (স্মারক নং অজে প্র (রা)/ চাঁদ /১২১/ গোপনীয় তাং ২০-১১-৮৯ইং) পর পর ৩ বার অধ্যক্ষ ও শিক্ষক কর্মচারীদের নোটিশ দিয়ে ওসমানিয়া মাদ্রাসার সরেজমিন তদন্ত অনুষ্ঠিত হলেও অভিযুক্ত অধ্যক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে পর পর ৩ বারই মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করে আত্মগোপন করেন এবং নিজের অপকর্ম ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়ে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে ৪র্থ বারের মত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগপত্রসহ জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেও অধ্যক্ষ লিখিতভাবে নোটিশ গ্রহণ করেন। কেউ হাজির হয়নি। অথচ প্রতিটি তদন্তকালেই সাক্ষী, অভিযোগকারী মাদ্রাসার গভর্নিং বডির প্রাক্তন, বর্তমান সদস্যসহ পৌর কমিশনার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শত শত জনসাধারণ উপস্থিত হয়ে অধ্যক্ষের অপকর্মের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও সাক্ষ্য দেন। অধ্যক্ষ যদি এতই ধুয়া তুলসী পাতা হয়ে থাকেন তবে ওসমানিয়া মাদ্রাসার প্রকাশ্যে তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও মাদ্রাসা হতে আত্মগোপনের রহস্য কি?

মাদ্রাসার কথিত চুরির বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, সরেজমিন সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হয় যে, মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দাবীকৃত ও চুরির ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা চাপা দেয়ার লক্ষ্যে নিজের সীমাহীন অপরাধ চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য অধ্যক্ষ আঃ হাই কথিত চুরির নামে নিজেই মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেছেন। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তেও উল্লেখ করা হয়- কথিত চুরির ৩ মাস ২৫ দিন আগে সি এ ফার্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ১৯৮৬-৮৭, ৮৭-৮৮ সনের অডিটের সময় ও সরকারী অনুদানের কাগজপত্র, শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ফাইল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, যোগদান পত্র অধ্যক্ষ দেখাতে পারেননি। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাস্তব ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে চুরির ঘটনাটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বানোয়াট বলে প্রমাণিত হয়। এ জন্য অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া তদন্তকারী অফিসার প্রতিবেদনে নিঃসন্দেহতীতভাবে সকল অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অবিলম্বে অধ্যক্ষ মাওঃ আব্দুল হাইয়ের অপসারণ, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণসহ সকল সরকারী অনুদান বন্ধের সুপারিশ করেন।

প্রতিবাদে অধ্যক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে বলেছেন, আইনতঃ তা গ্রহণীয় নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, বিভিন্ন অভিযোগ ও দৈনিক খবরে সংবাদ প্রকাশের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রী তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ দেন (শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর নং ১২৬ তারিখ ১৮-২-৯০ইং) এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষ তদন্ত দল সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। যা এখন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে মাদ্রাসার আরো গুরুতর অনিয়ম ও কেলেংকারীর ঘটনা উদঘাটিত হয়। বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে অধ্যক্ষ আঃ হাই-এর বিরুদ্ধে একাধিকবার আইনানুগ/ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ যাবতীয় সরকারী অনুদান বন্ধের সুপারিশ করা হয়।

ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সেক্রেটারীর অভিযোগ

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা), ১১ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- জীবননগর সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঐ ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারী আব্বাস আলী সম্প্রতি এই অভিযোগ করেছেন।

জানা গেছে, উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান হেলিপ্যাড নির্মাণে কারচুপি, থানা মসজিদের ১০০ মণ গম আত্মসাৎ এবং কলেজের নামে দেড় মাসব্যাপী প্রদর্শনীর টাকা পকেটস্থ করাসহ আরও অনেক দুর্নীতির সাথে জড়িত রয়েছে।

তাছাড়া গত ২-৫-৮৭ তারিখ থেকে জীবননগর ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিসেবে আব্বাস আলী যোগদান করার পর তার বর্ধিত বেতন ১৮০০ টাকা সরকারের কাছে পাওনা হয়। এই টাকা পাবার জন্য সে জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করে আদেশপ্রাপ্ত হয়। চেয়ারম্যান সাহেব বলেন, উক্ত টাকা পেতে হলে ইউএনও সাহেবের অনুমতি লাগবে। এরপর ইউএনও'র অনুমতি নিলে চেয়ারম্যান সেক্রেটারীকে মাত্র ১৩৩০ টাকা প্রদান করেন। পবিত্র ঈদ উপলক্ষে মাসিক বেতন ও বোনাসসহ ৩০১৩ টাকা পাওনা থাকায় সচিব সাহেব এ টাকার জন্য একটি বিল দাখিল করলে চেয়ারম্যান টাকা দেয়ার বদলে বিলটি ছিঁড়ে ফেলে। আজ পর্যন্ত সে টাকা সেক্রেটারী আব্বাস আলী পায়নি। উল্লেখ্য, চেয়ারম্যান সাহেব ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতা।